বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

چہل حدیث در فضایل حضرت فاطمہ (س) از منابع اہل سنت والجماعت، (بہ زبان بنگالی)

گردآوری و ترجمہ : محمد رضوان السلام خان.

হযরত ফাতেমা(আ.)এর ফযিলতে ৪০ হাদিস

(আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

আল্লাহর নবী(স.) বলেছেন :

অবশ্যই (সাইয়েদা(আ.)-এর) নাম ফাতেমা রাখা হয়েছে কেন না তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।

সূত্রসমূহ : কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১২, পৃষ্টা ১০৯৩। মাওসুআতুল কুবরা: হাদিস নং ১৮, পৃষ্টা : ৩৭২২। শরহে ফিকহে আকবর : পৃষ্টা : ১৩৩।

সংকলক:

আল-আব্দ মুহম্মদ রিজওয়ান সালাম খান

প্রকাশনায়:

NOORUL ISLAM ACADEMY

নূরুল ইসলাম একাডেমি, (পঃ বঃ), ভারত

ইমাম মাহদী(আ.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে

হযরত ফাতেমা(আ.)-এর ফযিলতে চল্লিশ হাদিস

সংকলক : মুহম্মদ রিজওয়ান সালাম খান।

প্রকাশনায় : নূরুল ইসলাম একাডেমি, চন্ডীপুর, ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, (পঃ. বঃ.) ভারত।

প্রকাশকাল : ২০ জমাদিউস সানী : ১৪৩৭ হিজরী, ৩০শে মার্চ ২০১৬ ইং, ১৬ চৈত্র : ১৪২২বাঃ।

হাদিয়া : ৪০. ০০ টাকা মাত্র

ওয়েব সাইট : http://www.noor-academy.com

ইমেল : Email: info@noor-academy.com.

ওয়াটসাপ নম্বর : +৯৮৯১৯৩৫৪১২০৪

نام: چہل حدیث در فضایل حضرت فاطمہ (س) از منابع اہل سنت والجماعت، (بہ زبان بنگالی)

گردآوری وترجمہ: محمد رضوان السلام خان.

ناشر: نورالاسلام اکادمی، چندی پور، بنگال غرب ہند. سال ناشر: زمستان 1395ش. ژانویہ 2017.م. ہمراہ: 0919541204

যোগাযোগ :

১. নূরুল ইসলাম একাডেমী, চন্ডীপুর ও আল-মাহদী(আ.) রিসার্চ সেন্টার, ঢোলাহাট, ২৪ পরগণা, ৯১৪৩০১৪৮৭০, ৯০৪৬৭৪০৯৪১।

২. সাগর ক্লাব, ইমাম সাদিক(আ.) ইসলামীক সেন্টার ও বারাগোয়াল, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, মোবাইল নং :৯২৩৯৮১৯০৭৩, ৮৪৭৮৯১৩৪৩৭।

৩. কুমারপুর, ভবানীপুর, হলদিয়া, আল কায়েম ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, মেদিনীপুর (পূর্ব) মোবাইল নং ৯৮০০৬৪১৬৬০।

৪. হুগলি ইমাম বাড়া, চুঁচুড়া, হুগলি, মোবাইল নং ৯৬৮১৩০৮৫০৯।

উৎস্বর্গ

হযরত উম্মে আবীহা হযরত ফাতেমা যাহরা(আ.),
এবং সেই সব মায়েদের প্রতি যারা নিজের সন্তানদেরকে এই জগতে প্রকৃত পক্ষে এক মহামানব রূপে উপহার দিতে নিজের কষ্ট প্রারিশ্রমকে না দেখে নিজের সন্তান প্রশিক্ষণে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সূচীপত্র

হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া 6
ভূমিকাঃ 6
চল্লিশ সংখ্যার গুরুত্ব 7
পবিত্র কুরআনে চল্লিশ সংখ্যার গুরত্ব 8
পবিত্র হাদিসে ‘চল্লিশ’ সংখ্যার গুরুত্ব 8
চল্লিশ হাদিস লেখার ইতিহাস 10
আহলে সুন্নাতের আলিমগণের লেখা পুস্তকঃ 10
শীয়া আলিমগণের লেখা পুস্তক 12
এক নজরে হযরত ফাতেমা যাহরা(আ.) 15
১. কেয়ামতে হযরত ফাতেমার মর্যাদা 16
২. বেহেস্তের সুগন্ধি 16
৩. মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম 17
৪. আল্লাহর আদেশে বিবাহ 17
৫. ফাতেমার সন্তুষ্টিতে নবী(স.)’র সন্তুষ্টি 17
৬. আলীর সাথে বিবাহর আদেশ 18

৭. আল্লাহ ফাতেমা ও আলীকে বিবাহ দিয়েছেন.....১৪
৮. ফাতেমা নবী(স.)'র সর্বপ্রিয়.....১৪
৯. চার মহিলা সর্বশ্রেষ্ট : তার মধ্য একজন ফাতেমা.....১৯
১০. জান্নাতের নারীদের সর্দারিনী.....১৯
১১. আলী ও ফাতেমা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে.....১৯
১২. আয়েতে তাতহীরের অংশ.....২০
১৩. সর্বোত্তম বেহেশ্তী নারী.....২০
১৪. সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে.....২০
১৫. হযরত মাহদী(আ.) ফাতেমার সন্তান.....২০
১৬. ফাতেমা(আ.)-এর প্রেমীকদের উপর জাহান্নাম হারাম.....২১
১৭. সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে.....২১
১৮. ফাতেমার সন্তুষ্টিতে নবী(স.)'র সন্তুষ্টি.....২১
১৯. জান্নাতের নেত্রী.....২২
২০. ফাতেমার অসন্তুষ্টিতে আমার অসন্তুষ্টি.....২২
২১. জন্নাতের হুর.....২৩
২২. ফাতেমা পবিত্রা.....২৩
২৩. সব থেকে প্রিয়.....২৩
২৪. ফাতেমা আমার অংশ সে আমার হৃদয়.....২৪
২৫. নরীদের নেত্রী.....২৪
২৬. তাঁকে যন্ত্রনা দেবে সে আমাকে যন্ত্রনা দেবে.....২৪
২৭. যে তাঁকে বেদনা দেয় সে আমাকে বেদনা দেয়.....২৫
২৮. ফাতেমা আমার অন্তরের আনন্দ.....২৫

২৯. পার্থিব মহিলাদের মত নয়। 25
৩০. তোমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় 25
৩১. আল্লাহ তায়ালা তোমার কোন শাস্তি দেবে না 26
৩২. ফাতেমা (আ.) পূর্ণাঙ্গ মহিলা 26
৩৩. ফাতেমা আল্লাহ মনোনিত ও সমাদৃত 26
৩৪. হযরত ফাতেমা(আ.) দয়া, গুণে ও সম্মানে সর্বোত্তম 27
৩৫. ফাতেমা(আ.) আমার হৃদয় ও আত্মা 27
৩৬. ফাতেমাকে কেন ফাতেমা বলা হয়? 27
৩৭. আল্লাহ তায়ালা ফাতেমাকে ভালবাসে 28
৩৮. ফাতেমার আমার মাথার চুল স্বরুপ 28
৩৯. **হযরত** ফাতেমা(**আ.**) সন্তুষ্ট **হলে** আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে 28
৪০. ফাতেমা(আ.)-এর ঘর নবীদের ঘরের থেকে উত্তম 29
গ্রন্থসমূহ 30
প্রাপ্তিস্থান : 32

হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া

হে প্রতিপালক! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি হুজ্জত ইবনুল হাসান এবং তাঁর পবিত্র পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগতকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অবশিষ্ঠ রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন। (হে আল্লাহ! ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর আর্বিভাবকে তরান্বিত করুন) আমীন

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক প্রভু আল্লাহর এবং সালাম ও দরূদ তাঁর প্রেরিত বান্দা মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ(স.)'র ও তাঁর পবিত্র আহলেবায়েত(আ.)'র ও তাঁর নির্বাচিত সঙ্গীদের উপর। আর লা'নত ও অভিশাপ আল্লাহর, তাঁর নবীর ও তাঁর পবিত্র আহলেবায়েতের শত্রুদের উপর -- যে দিন থেকে তারা অত্যাচার শুরু করেছে সেইদিন থেকে কেয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত।

নবী করীম(স.) নিজের বিদায় হজ্জে নিজের উম্মতকে সঠিকভাবে দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এক বিশেষ পথ দেখিয়ে কুরআন ও আহলেবাইতকে অনুসরণ ও আঁকড়ে ধরার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমারা এখানে সেই আহলেবাইতের হাদিস ও স্বর্ণবাণীকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। হাদিসে সাকালাইনে মুসলমানরদের উদ্দেশ্যে গাদীরের খুমের মরুভূমিতে বিশ্বনবী(সা.) অতি জরুরি বক্তব্য রাখেন যেটাকে 'মুসলিম' স্বীয় সহীহ গ্রন্থ (সহীহ মুসলিম)-এ যায়েদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (স.) একদিন মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থলে "খুম" নামক একটি জলাশয়ের কাছে খোতবা দান করেন। উক্ত খোতবায় তিনি আল্লাহর প্রশংসার পর লোকদেরকে নসিহত করে বলেন:

"হে লোকসকল! আমি একজন মানুষ। খুব শীঘ্র আমার প্রভুর নিযুক্ত ব্যক্তি (তথা মৃত্যুর ফেরেশতা) আমার কাছে আসবে এবং আমিও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি অতি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি; যার একটি হল আল্লাহর কিতাব; যাতে রয়েছে নূর এবং হেদায়েত। আল্লাহর কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। ।রাসূল (স.) আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার বিষয়ে

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অত:পর বলেন:] আর অপরটি হলো আমার 'আহলে বাইত'। আমার আহলেবাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে অনুসরণ কর) এই বাক্যটিকে তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন"।1

চল্লিশ সংখ্যার গুরুত্ব

ইসলামী সংস্কৃতিতে চল্লিশ সংখ্যার একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা হাদিসে বর্নিত হয়েছে, যেমন নিজের সুকামনা ও সদিচ্ছা পূরণ করার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন এক স্থানে বসে আল্লাহর ধ্যানে ও ইবাদতে মগ্ন থাকা, চল্লিশ হাদিস মুখস্থ করা, চল্লিশ দিন ব্যাপী নিজের আমল শুদ্ধকরা, চল্লিশ বছরে বিবেক সম্পূর্ণ হওয়া, চল্লিশ মুমিনের জন্য দোওয়া করা, নিজের ঘরের পর চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হওয়া এবং তাদের সাথে প্রতিবেশীর শিষ্টাচার বজায় রাখা ইত্যাদি।

চল্লিশ সংখ্যার একটা বিশেষ গুণ ও মর্যাদা আছে আর এই সংখ্যার মধ্যে এমন এক রহস্য গুপ্ত আছে যা আমরা জানি না। যেমন রেওয়ায়াতে আছে আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত জিব্রাঈল(আ.) নবী (স.) উপর নাযিল হন এবং বলেন 'আপনি হযরত খাদিজার থেকে নিজেকে চল্লিশ দিন দূরে রাখেন এবং এই চল্লিশ দিন বিশেষ ইবাদত করেন, -- দিনের বেলায় রোযা এবং রাতে বিশেষ উপাসনায় অতিবাহিত করেন।' ---আর এভাবেই হযরত ফাতেমা (আ.)এর জন্মের পটভূমি তৈরী হয়। অনুরূপ কিছু দোওয়াও চল্লিশ বার পড়ার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই রহস্য আমাদের জানা না থাকলেও এটা বলা যেতে পারে যে, একটা ভাল কাজ বারংবার (চল্লিশ বার) করার কারণে সেটি মানুষের মধ্যে এক বিশেষ আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত ও পছন্দনীয় চরিত্র-মাধূর্যের সৃষ্টি করে এবং সে এরূপ এক বিশেষ অবস্থায় পৌছাতে পারে যে তার মাধ্যমে আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠে। নিজেকে প্রস্তুত করায় ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক ভাবে চল্লিশ বার অভ্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও ভূমিকা রয়েছে,---চিল্লাহ এবং চিল্লায় বসার অর্থ এটাই যে এক ব্যক্তি সে নিজেকে চল্লিশ দিন সতর্ক ও সাবধানে রাখবে এবং আল্লাহর জিকর, ইবাদতে অতিবাহিত করবে আর যেসব কাজকর্ম তাকে আল্লাহর স্মরণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে তা থেকে বিরত থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহর অনুগত্যে, উপাসনায়, ধ্যানে ও স্মরণে থাকবে, এবং পূর্বের গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে। যাতে করে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারে এবং তাঁর খাস বান্দাদের মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং সারা জীবনটা সেই অনুযায়ী যেন কাটাতে পারে, আল্লাহর আদেশের অবাধ্য যেন না হয়।

1 . সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৮০৩।

পবিত্র কুরআনে চল্লিশ সংখ্যার গুরত্ব

আমরা দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোত্তম, পবিত্র ও অবিকৃত গ্রন্থ কুরআন মজিদে 'চল্লিশ' (আরবাঈন) শব্দ মোট চার বার ব্যবহার করেছেন। সূরা বাকারার ৫১ নম্বর আয়াতে, সূরা মায়েদার ২৬ নম্বর আয়াতে, সূরা আরাফের ১৪২ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আহকাফের ১৫ নম্বর আয়াতে। কুরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.2

--- "যখন আমরা মুসার সাথে চল্লিশ রজনীর অঙ্গীকার করেছিলাম"...।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ.3

---- "(আল্লাহ) বললেন, অতএব এই পবিত্র ভূমি চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো দেশে দেশে তারা উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে।... "

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.4

--- "আমরা তাওরাত নাজেলের জন্যে ত্রিশ রাত মূসার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যাতে সে তুর পাহাড়ে আসে এবং আরো দশ রাত বাড়িয়ে তা পরিপূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হয়"।

...حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً... .5

----"...যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছল ...।"

পবিত্র হাদিসে 'চল্লিশ' সংখ্যার গুরুত্ব

অনুরূপ আমরা পবিত্র হাদিসেও দেখতে পাই যে চল্লিশ সংখ্যার একটা বিশাল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চল্লিশ সংখ্যার কথা উল্লেখ করে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার হাদিস থেকে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে তাকে কেয়ামতের দিনে ফকিহ ও আলেমের মর্যাদায় গণ্য করে উপস্থিত করা হবে। আসেন আমরা এখন হাদিস দেখি, বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু হাদিস আমরা নিম্নে উল্লেখ করলাম :

---

2 . সূরা বাকার : ৫১।

3 . সূরা মায়েদা : ২৬।

4 . সূরা আরাফ : ১৪২

5 . সূরা আহকাফ : ১৫।

و قال صلّى الله عليه و آله: «من حفظ أربعين حديثا من سنّتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي». غرر الأخبار. ص37.

বিশ্ব নবী হযরত মুহম্মদ(স.) এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে চল্লিশ হাদিস মুখস্ত করবে তাকে কেয়ামতের দিনে আমার শাফাআতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।[6]

قَالَ إمَام جَعفَر صَادِق - عَلَيهِ السَّلاَمُ- : «وَ مَنْ حَفِظَ أَرْبَعِينَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيها» الخصال، بحارالانوار.

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নবী(স.)এর বর্ণিত হাদিস থেকে চল্লিশটি হাদিস যেগুলি তার ধর্মীয় প্রয়োজনে লাগে সেগুলি মুখস্ত করবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিনে তাকে ফকিহর মর্যাদায় হাশর করবেন7 ।

এছাড়া বহু হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে :

قال امام الرضا - عليه السلام - «مَن خَلّصَ لِلّهِ اَربَعينَ يَوماً فَجّرَ اللهُ يَنابيعَ الحِكمَةَ مِن قلبهِ عَلى لِسانِهِ ».(عيون اخبار الرضا(ع) ، ج 22، ص 85).

যেমন ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য চল্লিশ দিন নিজেকে বিশুদ্ধ করার মানসে নিষ্ঠার সাথে আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝরণা জিহ্বা থেকে প্রাবাহিত করবেন।8

قال النبي -صلى الله عليه و آله وسلم - « مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِما»؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 134؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 94.

বিশ্ব নবী হযরত মুহম্মদ (স.) এরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদিস যা তার ধর্মীয় প্রয়োজন হয়, মুখস্ত করবে; আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিনে তাকে ফকিহ ও আলেমের মর্যাদায় হাশর করবেন।9

---

6 . গুরারুল আখবার, লেখক : হাসান বিন মুহম্মদ দায়লামী, পৃষ্টা ৩৭।

7 . শেইখ সাদুক, ইবনে বাবোওয়াহে, খেসাল : পৃষ্টা ৩১৯। ফাইযে কাশানী, ওয়াফী পৃষ্টা : খন্ড ১. ১৩৬। মুহম্মাদ বাকের, মজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ২, পৃষ্টা ১৫৩ - ১৫৮। ইবনে জামহুর, খন্ড ১, পৃষ্টা ৯৫। মুত্তাকি হিন্দী কাঞ্জুল উম্মাল খন্ড ১০, পৃষ্টা ২২৪- ২২৫।

8 . উয়ূনি আখবারুর রেযা(আ.), লেখক : শেখ সাদুক,খন্ড ২২, পৃষ্টা : ৮৫।

9 . সোয়াবুল আমাল ওয়া একাবুল আমাল, লেখক: শেখ সাদুক, পৃষ্টা ১৩৪। ওসায়েলুশ শীয়া, লেখক : মুহম্মদ বিন হাসান হুর্রে আমুলী, ২৭, পৃষ্টা ৯৪। আল-ওয়াফী, লেখক : মুল্লাহ মুহসিন ফাইযে কাশানী, খন্ড ১, পৃষ্ট ১৩৬। আহলেসুন্নাত ওয়াল জামাতের গ্রন্থ: তাফসীর দুর্রে মানসূর, লেখক : জালালুদ্দীন সূয়ূতী, খন্ড ৫, পৃষ্টা : ৩৪৩, মুদ্রণ, কুম, ইরান। আল এসাবাতু ফি মা'রেফাতুস সাহাবাহ, লেখক : ইবনে হাজার আসকালানী, খন্ড ৬, পৃষ্টা ৩৮১, মুদ্রণ বৈরুট, লেবানন। কাঞ্জুর উম্মাল, লেখক: মুত্তাকী হিন্দী, খন্ড ১০, পৃষ্টা ২২৪- ২২৫।

«اِذا بَلَغَ اَربَعينَ سَنَة فَقَد بَلَغَ مُنتَهاهُ». (خصال،ص 545)

মানব যখন চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায় তখন তার (বিবেক) পরিপূর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।1 0 পবিত্র কুরআনের সাথে এই হাদিসের সামাঞ্জস্যও আছে : ... যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছল। 1 1

«مَن قَدَمَ اَربَعينَ مِنَ المُؤمِنينَ ثُمّ دَعا اَستَجبْ لَهُ». «عده الداعي، 128».

যে ব্যক্তি চল্লিশ মুমিনকে অগ্রে রেখে তার পর নিজের জন্য দোওয়া করে তার দোওয়া কবুল করা হয়।1 2

চল্লিশ হাদিস লেখার ইতিহাস

চল্লিশ হাদিস লেখার ঐতিহ্য যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে এবং বর্তমান পর্যন্ত এর ঐতিহ্য অব্যহত আছে। আরবীতে চল্লিশ হাদিস লেখাকে 'আর্বাউনিয়াত' কিংবা 'আর্বাঈনীয়াত' বলে উল্লেখ হয়েছে। যদিও ঠিক কত হিজরী থেকে এই প্রথা চালু হয়েছে তার সঠিক তারিখ ও সন জানা নেই, তবে হাফিজ শারাফুদ্দীন নাওয়াভী (মৃত্যু ৬৭৬হিঃ) এবং তাঁর সমসাময়িক হাজী খলীফা লিখেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হিঃ) সর্ব প্রথম এই চল্লিশ হাদিস লেখার আয়োজন করেন। এই হিসাবে বলা যেতে পারে যে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথা শুরু হয়েছে। এনার পর মুহম্মদ বিন আসলাম তুসী এবং হাসান বিন সুফিয়ান নাসাঈ চল্লিশ হাদিস লেখেন।1 3

নিম্নে কিছু শীয়া ও আহলেসুন্নাতের মুহাদ্দিসদের নাম উল্লেখ করা হল যাঁরা এই প্রথাকে জীবিত করেছেন এবং আজও অব্যাহত রেখেছেন :

আহলে সুন্নাতের আলিমগণের লেখা পুস্তকঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃত ১৮১ হিঃ)
২. মুহম্মদ বিন আসলাম তুসী,
৩. আহমাদ বিন হারব নিশাবুরী, (মৃত ২৩৪ হিঃ)
৪. হাসান বিন সুফয়ান নেসাঈ, (মৃত ৩০৩ হিঃ)

---

1 0 . খেসাল, লেখক : শেখ সাদুক, পৃষ্টা, ৫৪৫।

1 1 . সূরা আহকাফ : ১৫।

1 2 . ইদ্দাতুদ দাঈ, পৃষ্টা ১২৮।

1 3 . আল আববাঈনান নাওয়াভীয়া পৃষ্টা ৫।

৫. হাফিয আবু বকর কালাবাদী, (মৃত ৩৮০ হিঃ)
৬. হাফিয উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী বাগদাদী দারোকুত্নী, (মৃত ৩৮৫ হিঃ)
৭. হাফিয আবু বকর জাওযাকী, (মৃত ৩৮৮ হিঃ)
৮. হাকিম নিশাবুরী, (মৃত ৪০৫ হিঃ)
৯. আবু সাঈদ মালিনী, (মৃত ৪১২ হিঃ)
১০. আব্দুর রহমান সালমী, (মৃত ৪১২ হিঃ)
১১. হাফিয আবু নাঈম ইস্ফেহানী, (মৃত ৪৩০ হিঃ)
১২. ইসমাঈল বিন আব্দুর রহমান সাবুনী নিশাবুরী, (মৃত ৪৪৯ হিঃ)
১৩. হাফিয আবু বকর ব্যায়হাকী, (মৃত ৪৫৮ হিঃ)
১৪. হাফিয আবু বকর বিন ইব্রাহীম ইস্ফেহানী, (মৃত ৪৬৬ হিঃ)
১৫. হাফিয আব্দুর রহমান বিন আহমাদ নিশাবুরী, (মৃত ৪৭৬ হিঃ)
১৬. হাফিয আবু আব্দুল্লাহ সাকাফী, (মৃত ৪৮৯ হিঃ)
১৭. নাসর বিন ইব্রহীম মুকাদ্দাসী, (মৃত ৪৯০ হিঃ)
১৮. ইমাম আবু হামিদ মুহম্মদ গাযযালী, (মৃত ৫০৫ হিঃ)
১৯. হাফিয ইবনে আসাকির, (মৃত ৫৭১ হিঃ)
২০. বদরুদ্দীন আবু মুআম্মার ইসমাঈল তাবরিযী, (মৃত ৬০১ হিঃ)
২১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, (মৃত ৬০৬ হিঃ)
২২. শামসুদ্দীন মুহম্মদ বিন আহমাদ, ওরফে বাত্তাল এ ইয়েমেনী, (মৃত ৬৩০ হিঃ)
২৩. মুহিউদ্দীন মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনে যোহরা হালাবী, (মৃত ৬৫৯ হিঃ)
২৪. হফিয ইয়াহইয়া বিন শারাফুদ্দীন নাওয়াভী, (মৃত ৬৭৬ হিঃ)1 4
২৫. ইব্রাহীম বিন হাসান মালেকী, (মৃত ৭৪৪ হিঃ)
২৬. মুহিবুদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন তাবারী, (মৃত ৭৯৪ হিঃ)
২৭. হাফিয শামসুদ্দীন ইবনে জাযারী, (মৃত ৮৩৩ হিঃ)
২৮. হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী, (মৃত ৮৫২ হিঃ)
২৯. হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ূতী, (মৃত ৯১১ হিঃ)
৩০. ইবনে কামাল পাশা, (মৃত ৯৪০ হিঃ)

1 4 . হাজী খলীফার বক্তব্য অনুযায়ী আহলে সুন্নাতের আঠারো জন পন্ডিত নাওয়াভীর চল্লিশ হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেছেন। কাশফুয যুনুন : খন্ড ১, পৃষ্টা ৫৯-৬০।

শীয়া আলিমগণের লেখা পুস্তক

১. আল-আরবাঈনা আনিল আরবাঈনা ফি ফাযায়েলে আমিরিল মুমেনীন(আ.), লেখক : আবু মহম্মদ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ খুযাঈ নিশাবুরী।

২. আরবাউনা হাদিসা ফি ফাযায়েলে আমিরিল মুমেনীন(আ.), লেখক : মুহম্মদ বিন আবী মুসলিম বিন আবীল ফাওয়ারিস, (ছয় শতকের আলেম)

৩. আরবাউনা হাদিসা, লেখক : যিয়াউদ্দীন ফাযলুল্লাহ বিন আলী বিন হেবাতুল্লাহে হাসানী রাওয়ানদী, (মৃত ৫৪৭ কিংবা ৫৪৮ হিঃ)

৪. আল-আরবাঈন, লেখক : শেখ মুন্তাখাবুদ্দীন রাযী, (মৃত ৫৮৫ হিঃ)

৫. আল-আরবাঈন, লেখক : রশীদুদ্দীন মুহম্মদ বিন আলী বিন শাহর এ আশোব সারুভী মাযান্দারানী, (মৃত ৫৮৮ হিঃ)। এই পুস্তকে হযরত ফাতেমা জাহরা (স.)'র ফযায়েল ও গুণাবলীর হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৬. আল-আরবাঈন, লেখক : শেখ জামালুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মিকদাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মদ, ওরফে ফাযিল এ মিকদাদ, (মৃত ৮২৬ হিঃ)। শহীদ আউওয়ালের ছাত্র।

৭. আল-আরবাউনা হাদিসা ফিল ফাযায়েল, লেখক : শেখ যয়নুদ্দীন বিন আলী বিন আহমদ শামী, (মৃত ৯৬৬ হিঃ)। এই পুস্তক হযরত আলী(আ.) সহ অন্যান্য ইমামদের ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন।

৮. আল-আরবাউন হাদিসা, লেখক : শেখ ইযযুদ্দীন হোসায়েন বিন আব্দুস সামাদ, (মৃত ৯৮৪ হিঃ)। শেখ বাহাঈর পিতা।

৯. আরবাঈন, লেখক : মুল্লা আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মদ বিন সাঈদ শুশ্তারী খোরাসানী, (মৃত ৯৭৭ হিঃ)। এই পুস্তক হযরত আলী(আ.) সহ অন্যান্য ইমামদের ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন।

১০. আরবাঈন, লেখক : মুহম্মদ বিন শেখ ইযযুদ্দীন হোসায়েন আমুলী, ওরফে শেখ বাহাঈ, (মৃত ১০৩০ হিঃ)।

১১. আল-আরবাঈন, লেখক : মুহম্মদ তক্বী মজলিসী, ওরফে মজলিসী আউওয়াল, আল্লামা মজলিসীর পিতা, (মৃত ১০৭০ হিঃ)।

১২. আল-আরবাঈন, লেখক : মুল্লা মুহম্মদ ফাইযে কাশানী (মৃত ১০৯১ হিঃ)। এই পুস্তকে হযরত আলী(আ.)'র ফযিলতে ও মর্যাদার চল্লিশ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

১৩. আরবাঈন হাদিস, লেখক : মুল্লা মুহম্মদ তাহির বিন মুহম্মদ হোসায়েন শিরাযী, (মৃত ১০৯৮ হিঃ)। শেখুল ইসলাম ও কুশ শহরের জুমার নামাযের ইমাম এবং আল্লামা মজলিসী ও শেখ হুর্রে আমুলীর ওস্তাদ ছিলেন। ইনি এই পুস্তকে ইমাম আলী(আ.)'র ইমামতের প্রমাণে ও দলিলের জন্য চল্লিশটি ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

১৪. আরবাঈন হাদিস, লেখক : কাযী মুহম্মদ সাঈদ বিন মুহম্মদ মুফীদ কুম্মী, (মৃত ১১০০ হিঃ)।

১৫. আল- আরবাউনা হাদিসা, লেখক : আল্লামা মুহম্মদ বাকের মজলিসী, (মৃত ১১১০ কিংবা ১১১১ হিঃ)।

১৬. আরবাঈন, লেখক : শেখ আবুল হাসান সোলায়মান বিন শেখ আব্দুল্লাহ মাহুযী, (মৃত ১১২১ হিঃ)। আল্লামা মজলিসীর ছাত্র ছিলেন, এবং এই পুস্তকে উনি হযরত আলী (আ.)'র ইমামতের প্রমাণ করার জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের গ্রন্থ থেকে চল্লিশ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১৭. আরবাঈন, লেখক : আল্লামা মুল্লা ইসমাঈল বিন মুহম্মদ হোসায়েন মাযান্দারানী খাজাভী, (মৃত ১১৭৩ হিঃ)

১৮. আরবাউনা হাদিসা, ইব্রাহীম বিন হোসায়েণ দুম্বুলী খুয়ী, (ত্রয়োদশ শতকের), দর্শণ, আকীদা, ফিকহী ও আখলাকী বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১৯. কাশফুল হক্ক, লেখক : মীর মুহম্মদ সাদীক খাতুনাবাদী, (ত্রয়োদশ শতকের), ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২০. আরবাঈন (শরহে চাহল হাদিস), লেখক : আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা মুসাভী খোমায়নী, (মৃত ২৮, শাওয়াল, ১৪০৯ হিঃ)।

এছাড়াও বহু পুস্তক আছে যেগুলি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

অবশেষে এটাই বলা যায় যে চল্লিশ সংখ্যার গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই যে তা কুরআন ও হাদিসে বহু বার উল্লেখিত হয়েছে এবং নবী ও অলি আওলীয়ার সুন্নত ও সিরতে দেখা গিয়েছে যে তাঁরা এই সংখ্যার উপর বিশেষ বিশ্বাস রাখতেন এবং তার উপর

আমল করতেন। তাছাড়া আমাদের নবী(স.) হাদিস যেগুলো শীয়া সুন্নী উভয়ের গ্রন্থে বর্ণনা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস ও আকিদা রেখে আমরা এই চল্লিশ হাদিসের পুস্তিকা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা এই হাদিস মুখস্ত করে এবং তার উপর আমল করে সত্য সঠিক পথে ন্যায় ও ইন্সাফের সাথে জীবন যাপন করে ইহকাল থেকে সঠিক আকিদা ও আমল নিয়ে যেতে পারেন এবং কেয়ামতের দিন ফকীহ ও আলেম হয়ে সম্মানের সঙ্গে উপস্থিত হতে পারেন।

আপনাদের সহযোগিতা ও উত্তম পরামর্শের অপেক্ষায় আছি, ভুল মানুষেরই হওয়া সম্ভব যদি ভুল না হত তাহলে মানুষ মানুষ হত না ফেরেস্তায় গণ্য হত।

তাই ভুল-ত্রুটি থাকলে জানাবেন, নিশ্চয় কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকব।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু

বিনীত :

আল-আব্দ মুহম্মদ রিজওয়ানুস সালাম খান

কুম, ইরান। ১৫, রবিউস সানী, ১৪৩৮ হিঃ। ১৪, ০১, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ।

এক নজরে হযরত ফাতেমা যাহরা(আ.)

নাম : ফাতেমা

উপাধি : যাহরা, রাযীয়া, মারযীয়া, মোহাদ্দেসা, বাতুল, মাসূমা ইত্যাদী

কুনিয়াত : উম্মে আবিহা, উম্মুল আইম্মা, উম্মুল হাসান, উম্মুল হোসায়েন এবং উম্মুল মহসিন[১৫]

পিতা : হযরত মুহম্মাদ(সা.)

মাতা : হযরত খাদীজা(সা.)

জন্ম তারিখ : ২০, জমাদিউস সানী, বে'সাতের পঞ্চম বৎসরে

জন্ম স্থান : মক্কা শরীফ

পদ মর্যদা : নারীকুলের নেত্রী ও খাতুনে জান্নাত

বয়স : ১৮ বৎসর

শাহাদত : ৩ জমাদিউুস সানী ১১ হিজরী সন

শাহাদতের কারণ : পিতার মৃত্যুর পর যে দুঃখ যন্ত্রণা পৌঁছেছিল

হত্যাকারীর নাম : কুনফুজ

সমাধি স্থান : জান্নাতুল বাক্বী মদীনা মনোওয়ারা

সন্তান : ৩ পুত্র ও ২ কন্যা

---

[15]. বিহারুল আনওয়ার, লেখক আল্লাম মজলিসী : খন্ড ৪৩, পৃষ্টা ১৬। মানাকিব আহলেবাইত(আ.), লেখক : ইবনে শাহরে আশোব, খন্ড ৩, পৃষ্টা ১৩২। বায়তুল আহযান , লেখক কুম্মী, পৃষ্টা ১২।

আহলে সুন্নতের গ্রন্থ হতে হযরত ফাতেমা (আ.)'র ফযিলতে নবী (স.)'র ৪০ হাদিস এখনে বর্ণনা করা হয়েছে, বিশ্ব নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা(স.)'র নিকটে হযরত ফাতেমা(আ.) কতট প্রিয় পাত্র ও মর্যাদাবান তা হাদিস, কুরআনের তাফসীরে ও ইসলামী ইতিহাসে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার মধ্যে কিছু গুণাবলী ও মর্যাদা চল্লিশ হাদিস নামে একত্রিত করা হলো, তবে এই পুস্তিকা পড়লে কিছুটা হলেও অবগত হতে পারব, তাই আপনাদের কাছে নবী নন্দিনীর গুণ ও মর্যাদা তুলে ধরা ক্ষুদ্র প্রায়াস করলাম।

১. কেয়ামতে হযরত ফাতেমার মর্যাদা

1- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا كانَ يَوْمُ القيامَةِ نادى مُنادٍ: يا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا أَبْصارَكُمْ حَتى تَمُرَّ فاطِمَةَ). كنز العمّال ج 13 ص 91 و 93/ منتخب كنز العمّال بهامش المسند ج 5 ص 96/ الصواعق المحرقة ص 190/ أسد الغابة ج 5 ص 523/ تذكرة الخواص ص 279/ ذخائر العقبى ص 48/ مناقب الإمام على لابن المغازلى ص 356/ نور الأبصار ص 51 و 52/ ينابيع المودّة ج 2 باب 56 ص 136.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ক্বেয়মতের দিন এক ঘোষণাকারীর ধ্বনী উচ্চারিত হবে : হে উপস্থিতগণ! নিজেরদের চক্ষুসমূহকে বন্ধ করে রাখো, (কেন না) হযরত ফাতেমা এখান থেকে অতিক্রম করতে চান।[১৬]

২. বেহেস্তের সুগন্ধি

2- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كُنْتُ إذا اشْتَقْتُ إلى رائِحَةِ الجنَّةِ شَمَمْتُ رَقَبَةَ فاطِمَةَ). منتخب كنز العمّال ج 5 ص 97/ نور الأبصار ص 51/ مناقب الإمام على لابن المغازلى ص 360.

16. কাঞ্জুল উম্মাল: খন্ড ১৩/ পৃষ্ঠা ৯১ ও ৯৩। মুন্তাখাব -এ- কাঞ্জুল উম্মাল বিহামিশ আলমুসনাদ: খন্ড ৫/ পৃষ্ঠা ৯৬। আস সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা পৃষ্ঠা ১৯০। উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫/ ৫৩৩। তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্ঠা ২৭৯। যাখায়েরুল উক্ববা : পৃষ্ঠা ৪৮। মানাকিরুল ইমাম আলী লে-ইবনিল মাগাযালী : পৃষ্ঠা ৩৫৬। নূরুল আবসার : পৃষ্ঠা ৫১ ও ৫২। এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, বাব : ৫৬, পৃষ্ঠ ১৩৬।

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : যখন বেহেস্তের সুগন্ধি ঘ্রান করার ইচ্ছা হত তখন ফাতেমাকে ঘ্রান করতাম।[১৭]

3- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (حَسْبُک مِنْ نساءِ العالَمَين أَرْبَع: مَرْيمَ وَآسيَة وَخَديجَة وَفاطِمَة).

مستدرک الصحيحين ج 3 باب مناقب فاطِمَة ص 171/ سير أعلام النبلاء ج 2 ص 126/ البداية والنهاية ج 2 ص 59/ مناقب الإمام على لابن المغازلى ص 363.

৩. মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম চারটি, যথা : মরিয়াম, আসিয়া, খাদীজা এবং ফাতেমা (আলাইহাস সালাম)[১৮]

৪. আল্লাহর আদেশে বিবাহ

4- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا عَلِى هذا جبريلُ يُخْبِرنِى أَنَّ اللّهَ زَوَّجَک فاطِمَة). مناقب الإمام على من الرياض النضرة: ص 141.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে আলী হযরত জিব্রাঈল আমাকে খবর দিয়েছেন যে আল্লাহ তায়ালা ফাতেমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।[১৯]

৫. ফাতেমার সন্তুষ্টিতে নবী(স.)'র সন্তুষ্টি

5- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ما رَضِيْتُ حَتّى رَضِيَتْ فاطِمَة) . مناقب الإمام على لابن المغازلى: ص 342.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হই নাই যতক্ষণ না ফাতেমা সন্তুষ্ট হয়েছে।[২০]

---

১৭ . মুন্তাখাব -এ- কাঞ্জুল উম্মাল বিহামিশ আলমুসনাদ: খন্ড ৫/ পৃষ্ঠা ৯৭। আস সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা পৃষ্ঠা ১৯০। উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫/ ৫৩৩। তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্ঠা ২৭৯। যাখায়েরুল উক্ববা : পৃষ্ঠা ৪৮। মানাকিরুল ইমাম আলী লে-ইবনিল মাগাযালী : পৃষ্ঠা ৩৫৬।

১৮ . মুস্তাদরাক আল সাহীহাইন: খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭১। সেয়ারে আলামুন নাবালা: খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯। মানাকিবে আল ইমাম আলী ইবনে মাগাযালী : পৃষ্ঠা ৩৬৬।

১৯ . মানাকিবে আল ইমাম আলী(আ.) মিন রেয়াযিল জান্নাহ : পৃষ্টা ১৪১।

২০ . মানাকিবে আল ইমাম আলী ইবনে মাগাযালী : পৃষ্ঠা ৩৪২।

৬. আলীর সাথে বিবাহর আদেশ

6- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا عَلِيّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِى أَنْ أُزَوِّجَكَ فاطِمَةَ). الصواعق المحرقة باب 11 ص 142/ ذخائر العقبى ص 30 و 31/ تذكرة الخواص ص 276/ مناقب الإمام على من الرياض النضرة ص141/ نور الأبصار ص53.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে আলী! আল্লাহ তাবারক তায়ালা হযরত ফাতেমাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আমাদে আদেশ দিয়েছে।[২১]

৭. আল্লাহ ফাতেমা ও আলীকে বিবাহ দিয়েছেন

7- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إِنّ اللهَ زَوَّجَ عَلِيّاً مِنْ فاطِمَةَ). الصواعق المحرقة ص 173.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : আল্লাহ স্বয়ং হযরত আলী ও ফাতেমাকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।[২২]

৮. ফাতেমা নবী(স.)'র সর্বপ্রিয়

8- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَحَبُّ أَهْلِى إِلَىَّ فاطِمَةَ). الجامع الصغير ج 1 ح 203 ص 37/ الصواعق المحرقة ص 191/ ينابيع المودّة ج 2 باب 59 ص 479/ كنز العمّال ج 13 ص93..

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : আমার পরিবারে ফাতেমা আমার সর্বপ্রিয়া।[২৩]

---

২১ . আল সাওয়ায়েকা আল মাহার্রেকা: পরিচ্ছেদ১১, পৃষ্ঠা : ১৪২। যাখায়েরুল উকবা: পৃষ্ঠ ৩০ -৩১। তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্টা ২৭৬। মানাকিবে আল ইমাম আলী(আ.) মিন রিয়াযিল জান্নাহ : ১৪১। নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫৩।

২২ . আল সাওয়ায়েকা আল মাহার্রেকা: পৃষ্ঠা : ১৭৩।

২৩ . জামেউস সাগীর : খন্ড ১, পৃষ্টা ৩৭, হাঃ নং ২০৩। আস সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : পৃষ্টা ১৯১। এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, বাব : ৫৯, পৃষ্ঠ ৪৭৯। কাঞ্জুল উম্মাল: খন্ড ১৩/ পৃষ্ঠা ৯৩।

৯. চার মহিলা সর্বশ্রেষ্ট : তার মধ্য একজন ফাতেমা

9- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (خَيْرُ نِساءِ العالَمين أَرْبَع: مَرْيَم وَآسية وَخَدِيجَة وَفاطِمَة). الجامع الصغير ج 1 ح 4112 ص 469/ الإصابة فى تمييز الصحابة ج 4 ص 378/ البداية والنهاية ج 2 ص 60/ ذخائر العقبى ص 44.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : পৃথিবীতে চার মহিলা সকল মহিলাদেরে নেত্রী : মরিয়ম, আসিয়া, খাদীজা ও ফাতেমা।[২৪]

১০. জান্নাতের নারীদের সর্দারিনী

10- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (سيّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة). كنز العمّال ج13 ص94/ صحيح البخارى، كتاب الفضائل، باب مناقب فاطمة/ البداية والنهاية ج 2 ص61.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা জান্নাতের নারীদের সর্দারিনী।[২৫]

১১. আলী ও ফাতেমা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

11- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ: عَلِيٌّ وَفاطِمَة). نور الأبصار ص 52/ شبيه به آن در كنز العمّال ج 13 ص 95.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : সর্ব প্রথম যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হল : আলী ও ফাতেমা।[২৬]

---

২৪. জামেউস সাগীর : খন্ড ১, পৃষ্টা ৪৬৯। আল এসাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা : খন্ড ৪, পৃষ্টা ৩৭৮। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৬০। যাখায়েরুল উকবা: পৃষ্ঠ ৪৪।

২৫. কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৪। সহীহ বোখারী : কেতাবে ফাযায়েল, বাবে মানাকিবে ফাতেমা(আ.)। আলা বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৬১।

২৬. নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫২। এই হাদিসের ন্যায় কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৫।

১২. আয়েতে তাতহীরের অংশ

12- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أُنْزِلَتْ آيَةُ التطْهِيرِ فِيْ خَمْسَةٍ فِيَّ، وَفِيْ عَلِيّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفاطِمَة). إسعاف الراغبين ص 116/ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : আয়াতে তাতহীর (পবিত্রতার আয়াত) পাঁচ জনের মর্যাদায় অবতীর্ণ হয়েছে : আমার, আলী, হাসান, হোসায়েন এবং ফাতেমা (আলাইহিমুস সালাম)।[২৭]

১৩. সর্বোত্তম বেহেশ্তী নারী

13- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَفْضَلُ نِساءِ أَهْل الجَنَّةِ: مَرْيَمُ وَآسيةُ وَخَديجَةُ وَفاطِمَة). سير أعلام النبلاء: ج 2 ص 126/ذخائر العقبى: ص 44.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : সর্বোত্তম বেহেশ্তী নারী চারজন: মরিয়ম, আসিয়া, খাদীজা ও ফাতেমা।[২৮]

১৪. সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

14- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة). ينابيع المودّة ج2 ص322 باب56.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : সর্ব প্রথম যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তিনি হলেন ফাতেমা।[২৯]

১৫. হযরত মাহদী(আ.) ফাতেমার সন্তান

15- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (المَهْدِي مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وُلدِ فاطِمَة). الصواعق المحرقة ص237.

২৭ . সহীহ মুসলিম : ফাযালে সাহাবা অধ্যায়। ইসআফুর রাগেবীন : পৃষ্টা ১১৬।
২৮ . সেয়ারে আলামুন নোবালা : খন্ড ২, পৃষ্টা ১২৬। যাখায়েরে উক্বাহ : পৃষ্টা ৪৪ ।
২৯ .এনাবিউল মুয়াদ্দাহ : খন্ড ২, পৃষ্টা ৩২২, অধ্যায় ৫৬ ।

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : মাহদী আমার বংশ এবং ফাতেমার সন্তানের মধ্য হতে হবে।[৩০]

১৬. ফাতেমা(আ.)-এর প্রেমীকদের উপর জাহান্নাম হারাম

16- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَطَمَ ابْنَتِي فاطِمَة وَوُلدَها وَمَنْ أَحَبَّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِکَ سُمّيَتْ فاطِمَة). كنز العمال ج6 ص219.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাবারক ও তায়ালা জাহান্নামের আগুনকে আমার কন্যা, তাঁর সন্তানদের এবং যারা তাঁদের ভালোবাসে তাদের থেকে দুরে রেখেছে, সেই জন্য তাঁর নাম ফাতেমা রাখা হয়েছে।[৩১]

১৭. সর্ব প্রথম **নবী(স.)'র** সাথে মিলিত হবেন

17- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتى لُحُوقاً بِى). حلية الأولياء ج 2 ص 40/ صحيح البخارى كتاب الفضائل/كنز العمّال ج 13 ص 93/ منتخب كنز العمّال ج 5 ص 97.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে ফাতমা তুমি সর্ব প্রথম আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে আমার সাথে মিলিত হবে।[৩২]

১৮. ফাতেমার সন্তুষ্টিতে নবী(স.)'র সন্তুষ্টি

18- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّى يَسُرُّنِى ما يَسُرُّها). الصواعق المحرقة ص 180 و 232/ مستدرک الحاكم / معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم ص 73/ ينابيع المودّة ج 2 باب 59 ص 468.

---

30 . সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : ২৩৭।

31 . কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৬, পৃষ্টা ২১৯।

32 . হুলইয়াতুল আওলিয়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৪০। সহীহ বোখারী : কেতাবুল ফাযায়েল। কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৩। মোন্তাখাব কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৯৭।

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার অংশবিশেষ যে তাঁকে সন্তুষ্ট করবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করবে।[৩৩]

১৯. জান্নাতের নেত্রী

19- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة سِيِّدةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنّة). منابع: صحيح البخارى ج 3 كتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَة ص 1374/ مستدرک الصحيحين ج 3 باب مناقب فاطِمَة ص 164/ سنن الترمذى ج 3 ص 226/ كنز العمّال ج 13 ص 93/ منتخب كنز العمّال ج 5 ص 97/ الجامع الصغير ج 2 ص 654 ح 5760/ سير أعلام النبلاء ج 2 ص 123/ الصواعق المحرقة ص 187 و 191/ خصائص الإمام علىّ للنسائى ص 118/ ينابيع المودّة ج 2 ص 79/ الجوهرة فى نسب علىّ وآله ص 17/ البداية والنهاية ج 2 ص 60.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী।[৩৪]

২০. ফাতেমার অসন্তুষ্টিতে **নবী(স.)'র** অসন্তুষ্টি

20- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّى فَمَنْ أَغْضَبَها أَغْضَبَنِى). صحيح البخارى ج 3 كتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَة ص 1374/ خصائص الإمام علىّ للنسائى ص 122/ الجامع الصغير ج 2 ص 653 ح 5858/ كنز العمّال ج 3 ص 93 . 97/ منتخب بهامش المسند ج 5 ص 96/ مصابيح السنّة ج 4 ص 185/ إسعاف الراغبين ص 188/ ذخائر العقبى ص 37/ ينابيع المودّة ج 2 ص 52 . 79.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : নবী করিম(সা.) বলেছেন : ফাতেমা আমার অংশ যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকেও অসন্তুষ্ট করল।[৩৫]

---

3 3 . সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : পৃষ্ঠা ১৮০ এবং ২৩২। মোস্তাদরাকুস সাহীহাইন : পৃষ্ঠা ৭৩। ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬৮।

3 4 . বোখারী, খন্ড ৩, কেতাবে ফাযায়েল, মানাকিবে ফাতেমা(আ.) অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭৪ । মোস্তাদরাকুস সাহীহাইন : পৃষ্ঠা ৩, মানাকিবে ফাতেমা(আ.), পৃষ্ঠা ১৬৪। সুনানে তিরমিযী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬। কাঞ্জুল উম্মাল ,১৩খন্ড :পৃষ্ঠা ৯৩। মুন্তাখাব এ কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৭। জামেউস সাগীর : খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৪, হাদিস নং ৫৭৬০। সেয়ারে আলামুন নোবালা ,২খন্ড :পৃষ্ঠা ১২৩। সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : পৃষ্ঠা ১৮৭ এবং ১৯১। খাসায়েসে ইমাম আলী (.আ) ,২খন্ড : ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দাহ ।১১৮পৃষ্ঠা : নেসাঈ-লিনপৃষ্ঠা ৭৯। আল জাওহারাতো ফি নাসাবে আলীইন ওয়া আলিহি : পৃষ্ঠা ১৭। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০।

3 5 . সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, বাবে ফাযায়েলে মানাকিবে ফাতেমা(আ.) পৃষ্ঠা : ১৩৭৪। ফাতহুল বারী ফি শরহে সহীহ বুখারী খন্ড ৭, পৃষ্ঠা : ৮৪। খাসায়েসে আমিরুল মুমিনীন(আ.) লেখক : নাসায়ী, পৃষ্ঠা ১২২। জামেউস সাগীর, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৩, হাদীস নং ৫৮৫৮। কাঞ্জুল উম্মাল, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৩ - ৯৭। মুন্তাখাব বেহামিশ আল-মুসনাদ : খন্ড ৫,

২১. জন্নাতের হুর

21- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة خُلِقَتْ حورِيَّةٌ فِيْ صورة إنسيّة). مناقب الإمام على لابن المغازلى ص 296.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা জান্নাতের হুর তাঁকে মানব রুপে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৬]

২২. ফাতেমা পবিত্রা

22- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة حَوْراءُ آدَميّةَ لَم تَحضْ وَلَمْ تَطْمِث). الصواعق المحرقة ص 160/ إسعاف الراغبين ص 188/ كنز العمّال ج 13 ص 94/ منتخب كنز العمّال ج 5 ص 97.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা হুরের মানব, হায়েজ ও নেফাস থেকে পবিত্রা।[৩৭]

২৩. সব থেকে প্রিয়

23- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ يا عَلِيّ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْها). مجمع الزوائد ج 9 ص 202/ الجامع الصغير ج 2 ص 654 ح 5761/ منتخب كنز العمّال ج 5 ص 97/ أسد الغابة ج 5 ص 522/ ينابيع المودّة ج 2 باب 56 ص 79/ الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص 191.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে আলী ফাতেমা তোমার থেকে আমার নিকটে প্রিয়, এবং তুমি আমার কাছে সব থেকে সম্মানিয়।[৩৮]

পৃষ্ঠা ৯৬। মাসাবিহুস সুন্নাহ : খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৫। ইসআফুর রাগেবীন : পৃষ্ঠ ১৮৮। এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২ - ৭৯।

৩৬. মানাকিবে আল-ইমাম আলী(আ.) লে-ইবনে মাগাযালী : পৃষ্টা ২৯৬।

৩৭. সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : ১৬০। ইসআফুর রাগেবীন পৃষ্টা ১৮৮। কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৪। মোন্তাখাব এ কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৯৭।

৩৮. মাযমাউজ জাওয়য়েদ : খন্ড ৯, পৃষ্টা ২০২। জামেউস সাগীর, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৪, হাদীস নং ৫৭৬১। মোন্তাখাব এ কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৯৭। উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৫২২। এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, বাব ৫৬, পৃষ্ঠা৭৯। সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : ১৯১।

২৪. ফাতেমা আমার অংশ সে আমার হৃদয়

24- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّى وَهِيَ قَلْبِىْ وَهِيَ روُحِى التى بَيْنَ جَنْبِىّ). نور الأبصار ص 52.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার অংশ সে আমার হৃদয়, সে আমার আত্মা যেটি আমার অন্তরে মধ্যে আছে।[৩৯]

25- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة سيّدَةُ نِساءِ أُمَّتِى). سير أعلام النبلاء ج 2 ص 127/صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة/مجمع الزوائد ج 2 ص 201/إسعاف الراغبين ص 187.

২৫. নরীদের নেত্রী

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার উম্মতের নরীদের নেত্রী।[৪০]

26- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّى يُؤلِمُها ما يُؤْلِمُنِى وَيَسَرُّنى ما يَسُرُّها). مناقب الخوارزمى ص 353.

২৬. তাঁকে যন্ত্রনা দেবে সে আমাকে যন্ত্রনা দেবে

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার অংশ যে তাঁকে যন্ত্রনা দেবে সে আমাকে যন্ত্রনা দেবে।[৪১]

39 . নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫২।

40 . সেয়ারে আলামুন নোবালা : খন্ড : ২, পৃষ্টা ১২৭। সহীহ মুসলিম : কেতাবে ফাযায়েলে সাহাবা : বাবে মানাকিবে ফাতেমা(আ.)। মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খন্ড ২, পৃষ্টা ২০১। ইসআফুর রাগেবীন : পৃষ্ট ১৮৭।

41 . মানাকিবে খাওয়ারযমী : পৃষ্টা ৩৫৩।

২৭. যে তাঁকে বেদনা দেয় সে আমাকে বেদনা দেয়

27- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّى مَنْ أذاهَا فَقَدْ آذانِى). السنن الكبرى ج 10 باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده ص 201/ كنز العمّال ج 13 ص 96/ .نور الأبصار ص52/ ينابيع المودّة ج 2 ص 322.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার অংশ যে তাঁকে বেদনা দেয় সে আমাকে বেদনা দেয়।[৪২]

২৮. ফাতেমা আমার অন্তরের আনন্দ

28- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة بَهْجَةُ قَلْبِى وَابْناها ثَمْرَةُ فُؤادِى). ينابيع المَوَدة ج 1 باب 15 ص 243.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার অন্তরের আনন্দ ও উৎফুল্ল এবং তার দুই পুত্র আমার হৃদয়ের ফল।[৪৩]

২৯. পার্থিব মহিলাদের মত নয়।

29- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة لَيْسَتْ كَنِساءِ الاَدَميّين). مجمع الزوائد ج 9 ص 202.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা পার্থিব মহিলাদের মত নয়।[৪৪]

৩০. তোমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়

30- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة إنّ اللّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبَكِ). الصواعق المحرقة ص 175/ مستدرک الحاكم، باب مناقب فاطمة / مناقب الإمام على لابن المغازلى ص 351.

---

4 2 . সুনানে আল-কুবরা : খন্ড ১০, পৃষ্টা ২০১, বাবে মান কুলা : লা তাজুযো শাহাদাতো ওয়ালিদে লেওয়ালাদেহি। কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৬। নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫২। এনাবিউল মোয়াদ্দাহ :খন্ড ২, পৃষ্টা ৩২২।

4 3 . এনাবিউল মোয়াদ্দাহ :খন্ড ২, বাব ১৫, পৃষ্টা ২৪৩।

4 4 . মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খন্ড ২, পৃষ্টা ২০২।

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে ফাতেমা আল্লাহ তায়ালা তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হয়।[৪৫]

৩১. আল্লাহ তায়ালা তোমার কোন শাস্তি দেবে না

31- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فاطِمَة إِنّ اللّهَ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ وَلا أَحَدٍ مِنْ وُلْدِكِ). كنز العمّال ج13 ص96/ منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ج5 ص97/ إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص118.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে ফাতেমা আল্লাহ তায়ালা না তোমার কোন শাস্তি দেবে আর না তোমার কোনো সন্তানদের।[৪৬]

৩২. ফাতেমা (আ.) পূর্ণাঙ্গ মহিলা

32- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كَمُلَ مِنَ الرِّجال كَثِيرُ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النساءِ إلاّ أَرْبَع: مَرْيم وَآسِيَة وَخَديجَة وَفاطِمَة). نور الأبصار ص 51.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : পুরুষের মধ্য বহু সংখ্যক পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছেছে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল চারজন। : মরিয়ম, আসিয়া, খাদিজা ও ফাতেমা।[৪৭]

৩৩. ফাতেমা আল্লাহ মনোনিত ও সমাদৃত

33- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ليلة عرج بى إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوبا : لا إله إلا الله , محمّد رسول الله , علىّ حبيب الله , الحسن والحسين صفوة الله , فاطمة خيرة الله , على مبغضيهم لعنة الله). تاريخ بغداد : 259/1 تاريخ دمشق : 170/14 لسان الميزان : 70/5

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : এক রাত্রিতে মেরাজে গিয়ে বেহেশ্তে একটা লেখা দেখলাম, তাতে লেখা ছিল : আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকিপালক নেই, মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত (রসূল), আলী আল্লাহর

---

৪৫. সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : পৃষ্টা ১৭৫, মুস্তারাকুল হাকিম : বাবে মানাকিবে ফাতেমা(আ.)। মানাকিবে আল-ইমাম আলী(আ.) লে-ইবনে মাগাযালী : পৃষ্টা ৩৫১।

৪৬. কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩ পৃষ্টা ৯৬। মুস্তাখাব এ কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৯৭। ইসআফুর রাগ্বেবীন, বেহামিশ নুরুল আবসার পৃষ্টা : ১১৮।

৪৭. নুরুল আবসার : পৃষ্টা ৫১।

ওয়লী(বন্ধু), হাসান ও হোসায়েন আল্লাহর নির্বাচিত, ফাতেমা আল্লাহ মনোনিত ও সমাদৃত, এদের শত্রুদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ হয়।[৪৮]

৩৪. হযরত ফাতেমা(আ.) দয়া, গুণে ও সম্মানে সর্বোত্তম

34- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة , بل هى أعظم , إن فاطمة ابنتى خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما). مقتل الحسين : 60/1.

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : যদি অনুগ্রহকে এক ব্যক্তি রূপে ধারণ করা যায় তাহলে যে ফাতেমা রূপে রূপ ধারণ করবে বরং তার উর্ধে হবেন তিনি, কেন না আমার কন্যা দয়া, গুণে ও সম্মানে জমিনবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৪৯]

৩৫. ফাতেমা(আ.) আমার হৃদয় ও আত্মা

35- خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو آخذ بيد فاطمة (سلام الله عليها) فقال : (من عرف هذا فقد عرفها ومن لم يعرفها فهى فاطمة بنت محمّد وهى قلبى وروحى التى بين جنبى). الفصول المهمّة : 146 نور الأبصار : 53

মহানবী(স.) এরশাদ : একদা নবী করীম (স.) হযরত ফাতেমা(আ.)-এর হাত ধরে বাহিরে বের হলেন, অতঃপর বললেন : "যে ব্যক্তি একে জানে সে চিনেছে, আর যে ব্যক্তি জানে না (সে চিনে নিক) অতএব এ হলো মুহম্মদের কন্যা, এবং সে আমার হৃদয় ও আত্মা যেটি আমার পার্শ্বে (বুকে) আছে।[৫০]

৩৬. ফাতেমাকে কেন ফাতেমা বলা হয়?

36- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنّما سمّيت فاطمة لأنّ الله عزّوجلّ فطم من أحبّها من النّار) مجمع الزوائد : 201/9

৪৮. তারিখে বাগদাদ : খন্ড ১, পৃষ্টা ২৫৯। তারিখে দামিষ্ক : খন্ড ১৪, পৃষ্টা ১৭০। লেসানুল মিযান : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৭০।
৪৯. মকতালুল হোসায়েন : খন্ড ১, পৃষ্টা ৬০।
৫০. আল ফুসুলিল মুহিম্মা : পৃষ্টা ১৪৬। নূরুল আবসার : ৫৩।

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হযরত ফাতেমাকে ফাতেমা এই জন্য বলা হয়ে যে তিনি তাঁর প্রেমীকদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।[৫১]

৩৭. আল্লাহ তায়ালা ফাতেমাকে ভালবাসে

37- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أتانى جبرئيل قال : يا محمّد إنّ ربّک يحبّ فاطمة فاسجد , فسجدت , ثمّ قال : إنّ الله يحبّ الحسن والحسين فسجدت , ثمّ قال : إنّ الله يحبّ من يحبّهما). لسان الميزان : 275/3

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হযরত জিব্রাঈল আমার কাছে এসে বললেন: হে মুহম্মদ! আল্লাহ তায়ালা ফাতেমাকে ভালবাসে, অতএব তুমি সেজদা কর, আমি সেজদা করলাম, অতঃপর বললেন: আল্লাহ হাসান ও হোসায়েনকে ভালবাসে, অতঃপর আমি সেজদা করলাম, তার পর বললেন : আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালবাসে যারা এই দুইজনকে ভাল বাসে।[৫২]

৩৮. ফাতেমার আমার মাথার চুল স্বরুপ

38- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إن فاطمة شعرة منى فمن آذى شعرة منى فقد آذانى , ومن آذانى فقد آذى الله , ومن آذى الله لعنه ملء السماوات والأرض). حلية الأولياء : 40/2

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : ফাতেমা আমার মাথার চুল স্বরুপ যে আমার চুলকে কষ্ট দিয়েছে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আর যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে সে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে, আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে তার উপর আসমান ও জমিন অভিশাপ বর্ষণ করে।[৫৩]

৩৯. হযরত ফাতেমা(আ.) সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে

39- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا سلمان! حبّ فاطمة ينفع فى مئة من المواطن, أيسر تلک المواطن : الموت , والقبر , والميزان , والمحشر , والصراط, والمحاسبة , فمن رضيت عنه ابنتى فاطمة, رضيت عنه , ومن رضيت عنه رضى الله عنه , ومن غضبت عليه ابنتى فاطمة , غضبت عليه , ومن غضبت عليه غضب الله

---

5 1 . মাযমাউয যাওয়ায়েদ : খন্ড ৯, পৃষ্টা ২০১।
5 2 . লেসানুল মিযান : খন্ড ৩, পৃষ্টা ২৭৫।
5 3 . হুলয়াতুল আওলিয়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৪০।

عليه , يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا , وويل لمن يظلم ذرّيتها وشيعتها) . فرائد السمطين : 2 باب 11 ح 219 كشف الغم : 467/1

মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন : হে সালমান হযরত ফাতেমার প্রতি ভালবাসা একশত স্থানে লাভদায়ক হবে, তার মধ্যে সহজ স্থানসমূহ হলো : মরণের সময়, কবরে, মিযানে, কেয়ামতের দিনে, পুলে সিরাতে, আমাল হিসাব করার সময়..., অথএব যার প্রতি আমার কন্যা ফাতেমা (আ.) সন্তুষ্টি পোষণ করবে আমি ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবো, আর যার উপর আমি সন্তুষ্ট হবো আল্লাহও তার উপর সন্তুষ্ট হবে। আর যার প্রতি হযরত ফাতেমা(আ.) অসন্তুষ্ট পোষণ করবে, আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট পোষণ করবো, আর যার উপর আমি অসন্তুষ্ট হবো আল্লাহ তাবরক তায়ালা ও তার উপর অসন্তুষ্ট হবে। হে সালমান! ধ্বংশ ও দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে তাঁর এবং তাঁর স্বাম মুমিনদের আমিরের উপর অত্যাচার করবে, ধ্বংশ ও দুর্ভাগ্য তার জন্য যে তাঁর অনুস্বারী ও তাঁর পবিত্র বংশের উপর অত্যাচার করবে।[৫৪]

৪০. ফাতেমা(আ.)-এর ঘর নবীদের ঘরের থেকে উত্তম

40- (قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الآية :

(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقام إليه رجل فقال : أى بيوت هذه يا رسول الله ؟ قال : بيوت الأنبياء , فقام إليه أبوبكر فقال : يا رسول الله أهذا البيت منها ؟ -مشيرا إلى بيت على وفاطمة عليهما السلام-قال : نعم , من أفاضلها) الدر المنثور : 203/6 تفسير آية النور، روح المعانى: 174/18 تفسير الثعلبى: 107/7 الكشف والتبيان للمسفوى : 72

আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী(স.) এরশাদ করেছেন :

"في بيوت أذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه، (نور- 36)"

উচ্চারণ: "ফি বুয়ুতিন আজেনা ল্লাহো আন তুরফায়া ওয়া য়ুজকারা ফিহাসমুহু।"[৫৫]

---

5 4 . ফারায়েদুস সিমতাইন: খন্ড ২, বাব ১১, হাদিস নং ২১৯। কাশফুল গ্বাম্ম : খন্ড ১, পৃষ্টা ৪৬৭।

5 5 . সূরা নূর : ৩৬। দুর্রে মানসূর: খন্ড ৬, পৃষ্টা : ২৯৩, নূর আয়াতের তাফসিরে। রুহুল মাআনী : খন্ড ১৮, পৃষ্টা ১৭৪। তাফসীরে সালাবী : খন্ড ৭, পৃষ্টা ১০৭। আল কাশফ ওয়াত তিবইয়ান লিল মাসফাভী : পৃষ্ট ৭২।

আল্লাহর রসূল এই সূরা নূরের ৩৬ম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি উঠে প্রশ্ন করলেন: হে মহানবী (সা.) এই ঘরগুলি বলতে ও তার গুরুত্ব বলতে কি বোঝায়? (অর্থাৎ: কোন ঘর ও তার কি গুরুত্ব)।

রসুল (সা.) বললেন: নবীগণের গৃহগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

তখনি হযরত আবুবকর উঠে -হযরত আলী (আ.) ও ফাতিমা (আ.) এর গৃহের দিকে ইশারা করে- বললেন: আচ্ছা এই গৃহ কি সেই গৃহের মধ্যে আছে?

উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন: হ্যাঁ, তাদের থেকেও উত্তম।[৫৬]

****

গ্রন্থসমূহ

১. কুরআনুল করীম
২. আল আববাঈনান নাওয়াভীয়া পৃষ্টা ৫।
৩. আল এসাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা : খন্ড ৪, পৃষ্টা ৩৭৮।
৪. আল এসাবাতু ফি মা'রেফাতুস সাহাবাহ, লেখক : ইবনে হাজার আসকালানী, খন্ড ৬, পৃষ্টা ৩৮১, মুদ্রণ বৈরুট, লেবানন।
৫. আল কাশফ ওয়াত তিবইয়ান লিল মাসফাভী : পৃষ্ট ৭২।
৬. আল ফুসুলিল মুহিম্মা : পৃষ্টা ১৪৬। নূরুল আবসার : ৫৩।
৭. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৬০।
৮. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৬১।
৯. আল সাওয়ায়েকা আল মাহার্রেকা: পরিচ্ছেদ১১, পৃষ্ঠা : ১৪২।
১০. আল সাওয়ায়েকা আল মাহার্রেকা: পৃষ্ঠা : ১৭৩।
১১. আল-ওয়াফী, লেখক : মুল্লাহ মুহসিন ফাইযে কাশানী, খন্ড ১, পৃষ্ট ১৩৬।
১২. আস সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা : পৃষ্টা ১৯১।
১৩. আস সাওয়ায়ে'কুল মোহার্রেকা পৃষ্ঠা ১৯০। উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫/ ৫৩৩।
১৪. আস সাওয়ায়ে'কুল মোহার্রেকা পৃষ্ঠা ১৯০। উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫/ ৫৩৩।
১৫. ইদ্দাতুদ দাঈ, পৃষ্টা ১২৮।
১৬. ইবনে জামহুর, খন্ড ১, পৃষ্টা ৯৫।
১৭. ইসআফুর রাগেবীন পৃষ্টা ১৮৮।
১৮. ইসআফুর রাগ্বেবীন, বেহামিশ নুরুল আবসার পৃষ্টা : ১১৮।
১৯. উয়ূনি আখবারুর রেযা(আ.), লেখক : শেখ সাদুক,খন্ড ২২, পৃষ্টা : ৮৫।
২০. উসদুল গ্বাবা : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৫২২।
২১. এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, বাব : ৫৬, পৃষ্ঠ ১৩৬।
২২. এনাবিউল মুওয়াদ্দাহ : খন্ড ২, বাব : ৫৯, পৃষ্ঠ ৪৭৯।

২৩. এনাবিউল মুয়াদ্দাহ, লেখক : সুলাইমান কান্দুজী হানাফী: খন্ড ২, পৃষ্টা ৩২২, অধ্যায় ৫৬ ।
২৪. ওয়াফী, ফাইযে কাশানী, পৃষ্টা : খন্ড ১. ১৩৬।
২৫. ওসায়েলুশ শীয়া, লেখক : মুহম্মদ বিন হাসান হুর্রে আমুলী, ২৭, পৃষ্টা ৯৪।
২৬. কাঞ্জুল উম্মাল, লেখক : মুত্তাকি হিন্দী : খন্ড ৬, পৃষ্টা ২১৯।
২৭. কাঞ্জুল উম্মাল: খন্ড ১৩/ পৃষ্ঠা ৯৩।
২৮. কাশফুয যুনুন : খন্ড ১, পৃষ্টা ৫৯-৬০।
২৯. খাসায়েসে আমিরুল মুমিনীন(আ.) লেখক : নাসায়ী, পৃষ্ঠা ১২২।
৩০. খাসায়েসে ইমাম আলী১১৮ : নেসাঈ-লিন (.আ)
৩১. খেসাল : শেইখ সাদুক, ইবনে বাবোওয়াহে, পৃষ্টা ৩১৯।
৩২. খেসাল, লেখক : শেখ সাদুক, পষ্টা, ৫৪৫।
৩৩. গুরারুল আখবার, লেখক : হাসান বিন মুহম্মদ দায়লামী, পৃষ্টা ৩৭।
৩৪. জামেউস সাগীর : খন্ড ২, পৃষ্টা ৬৫৪, হাদিস নং ৫৭৬০।
৩৫. তাফসীর দুর্রে মানসূর, লেখক : জালালুদ্দীন সূয়ূতী, খন্ড ৫, পৃষ্টা : ৩৪৩, মুদ্রণ, কুম, ইরান।
৩৬. তাফসীরে সালাবী : খন্ড ৭, পৃষ্টা ১০৭।
৩৭. তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্ঠা ২৭৯। যাখায়েরুল উক্ববা : পৃষ্ঠা ৪৮।
৩৮. তারিখে বাগদাদ : খন্ড ১, পৃষ্টা ২৫৯। তারিখে দামিষ্ক : খন্ড ১৪, পৃষ্টা ১৭০। লেসানুল মিযান : খন্ড ৫, পৃষ্টা ৭০।
৩৯. দুর্রে মানসূর: খন্ড ৬, পৃষ্টা : ২৯৩, নূর আয়াতের তাফসিরে।
৪০. নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫২। এই হাদিসের ন্যায় কাঞ্জুল উম্মাল : খন্ড ১৩, পৃষ্টা ৯৫।
৪১. নূরুল আবসার : পৃষ্টা ৫৩।
৪২. নূরুল আবসার : পৃষ্ঠা ৫১ ও ৫২।
৪৩. ফাতহুল বারী ফি শরহে সহীহ বুখারী খন্ড ৭, পৃষ্ঠা : ৮৪।
৪৪. ফারায়েদুস সিমতাইন: খন্ড ২, বাব ১১, হাদিস নং ২১৯। কাশফুল গ্বাম্ম : খন্ড ১, পৃষ্টা ৪৬৭।
৪৫. মকতালুল হোসায়েন : খন্ড ১, পৃষ্টা ৬০।
৪৬. মজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, মুহম্মাদ বাকের, খন্ড ২, পৃষ্টা ১৫৩ - ১৫৮।
৪৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খন্ড ২, পৃষ্টা ২০২।
৪৮. মানাকিবে আল ইমাম আলী(আ.) মিন রিয়াযিল জান্নাহ : ১৪১।
৪৯. মানাকিবে আল ইমাম আলী(আ.) মিন রেয়াযিল জান্নাহ : পৃষ্টা ১৪১।
৫০. মানাকিবে আল-ইমাম আলী(আ.) লে-ইবনে মাগাযালী : পৃষ্টা ২৯৬।
৫১. মানাকিবে খাওয়ারযমী : পৃষ্টা ৩৫৩।
৫২. মাযমাউজ জাওয়য়েদ : খন্ড ৯, পৃষ্টা ২০২।
৫৩. মাযমাউয যাওয়ায়েদ : খন্ড ৯, পৃষ্টা ২০১।
৫৪. মাসাবিহুস সুন্নাহ : খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৫। ইসআফুর রাগেবীন : পৃষ্ঠ ১৮৮।
৫৫. মুন্তাখাব -এ- কাঞ্জুল উম্মাল বিহামিশ আলমুসনাদ: খন্ড ৫/ পৃষ্ঠা ৯৬।
৫৬. মুন্তাখাব বেহামিশ আল-মুসনাদ : খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৬।
৫৭. মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন : পৃষ্টা ৩, মানাকিবে ফাতেমা(আ.), পৃষ্টা ১৬৪।
৫৮. যাখায়েরুল উকবা: পৃষ্ঠ ৩০ -৩১। তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্টা ২৭৬।
৫৯. রুহুল মাআনী : খন্ড ১৮, পৃষ্টা ১৭৪।
৬০. লেসানুল মিযান : খন্ড ৩, পৃষ্টা ২৭৫।
৬১. সহীহ আল বোখারী : কেতাবে ফাযায়েল, বাবে মানাকিবে ফাতেমা(আ.)।
৬২. সহীহ আল বোখারী, খন্ড ৩, কেতাবে ফাযায়েল, মানাকিবে ফাতেমা(আ.) অধ্যায়, পৃষ্টা ১৩৭৪।

৬৩. সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা, লেখক : ইবনে হাজার মাক্কী, ২৩৭।
৬৪. সুনানে আল-কুবরা : খন্ড ১০, পৃষ্টা ২০১, বাবে মান কুলা : লা তাজুযো শাহাদাতো ওয়ালিদে লেওয়ালাদেহি।
৬৫. সুনানে তিরমিযী, খন্ড ৩, পৃষ্টা ২২৬।
৬৬. সেয়ারে আলামুন নাবালা: খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬।
৬৭. সোয়াবুল আমাল ওয়া একাবুল আমাল, লেখক: শেখ সাদুক, পৃষ্টা ১৩৪।
৬৮. হুলইয়াতুল আওলিয়া : খন্ড ২, পৃষ্টা ৪০।

website: http://www.noor-academy.com
Email: info@noor-academy.com
whatsup : +989193541204

প্রাপ্তিস্থান :

১. নূরুল ইসলাম একাডেমী, চন্ডীপুর ও আল-মাহদী(আ.) রিসার্চ সেন্টার, ঢোলাহাট, ২৪ পরগণা (দ.), ৯১৪৩০১৪৮৭০, ৯০৪৬৭৪০৯৪১।

২. সাগর ক্লাব, ইমাম সাদিক(আ.) ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার: ৯০৫১৩৭৫৫১৫। বারাগোয়াল, উলুবেড়িয়া : : ৮৪৭৮৯১৩৪৩৭। ইমাম হোসায়েন(আ.) লাইব্রেরী ও রিসার্চ সেন্টার, খাজুট্টি, বাগনান, হাওড়া : ৭৫৮৪৯৫২০৭৫।

৩. কুমারপুর, ভবানীপুর, হলদিয়া, আল কায়েম ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, মেদিনীপুর (পূর্ব) মোবাইল নং ৯৮০০৬৪১৬৬০।

৪. কুলিয়া ও নারকেল বেড়িয়া, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা (উঃ),মোবাইল নং ৯৭৩২৯৮৪০৪১, ৯৭৩২৭১৬০৪৬।

৫. খান খানা, হাতিয়াড়া ও মাদ্রাসা ফাতেমিয়া(আ.) নিউটাউন, কোলকাতা – ১৫৭, মোবাইল নং ৯১৫৩৬০০১১২, ৮০১৩৮৩৩৪৬৪।

৬. ইমাম আলী (আ.) মাদ্রাসা, মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা। ৮৩৭০৮৪৪৬২৫।

৭. হুগলি ইমাম বাড়া, চুঁচুড়া, হুগলি, মোবাইল নং ৯৬৮১৩০৮৫০৯।

৮. শরণীয় কারবালা, টাকী, হাসানাবাদ, এবং ঘোনার বন, বকচরা মোড়, মিনাখা, উ ২৪ পরগণা। মোবাইল নং : ০৯৭৪৯৪৬৩৩৩৮।

৯. আলে ইয়াসীন(আ.) ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, কোয়াবেড়িয়া, হস্পিটাল মোড় : ৭৫৮৬০৫৭৪৭৪।

১০. মইনুল হোসায়েন, চকদাহ, নদিয়া। ফোন নম্বর : ৯১২৬৪১২৪২১

১১. মাওলানা সৈয়দ খুরশিদ আবদী, হাজারদোয়ারি, মুর্শিদাবাদ। ৯৭৩২৮৯০৭৮৭।

১২. আব্দুল মোয়েয, মঙ্গলকোট, বর্ধমান। ফোন নম্বর : ৮৮২০৫৬৪৩৬৯ ১৩. আনিসুর জামান খন্দকার, রুপ নারায়ণ রোড, নতুন মসজিদ, কুচবিহার। ৮৬০৯০০১৬১৮/ ৭৫৮৪৮২০১৩৯

১৪. শামিম শাহ আলী, বাকালী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। : ৮৩৭০৯৮০০৭৪